জেলে কার্ড পাওয়া বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা ও কিছু সুপারিশ

Manusher Jonno Foundation

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

BILS

টেকসই সমুদ্র
মানবাধিকার
মৎস্য আহরণ ও চাষ

THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS

Sweden
Sverige

পটভূমি

- মৎস্যচাষ বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনৈতিক উপ-খাতগুলোর একটি
- অভ্যন্তরীন মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ দেশ
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের সামগ্রিক মৎস্য আহরণের ১৬ শতাংশই এসেছে সামুদ্রিক খাত থেকে
- বাংলাদেশের ১২ শতাংশের বেশি মানুষ জীবিকার জন্য এই খাতে পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত
- সমুদ্র ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে ও সুরক্ষিত করতে বাংলাদেশ সরকার এসডিজি ১৪তে অগ্রাধিকার যুক্ত করেছে
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তার সহযোগী সংগঠন বিল্‌স ও কোস্ট ফাউন্ডেশনের সাথে একটি গবেষেণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে
- ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিকদের অধিকারের প্রশ্নে সর্বাগ্রে আসে তাদের জেলে কার্ডের প্রাপ্যতা

গবেষণা পদ্ধতি

- জরিপটি পরিচালিত হয় পাথরঘাটা উপজেলার পাথরঘাটা সদর ইউনিয়ন এবং মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়নে
- উভয় ইউনিয়নে ২০ জন করে মোট ৪০ জন তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নে ৩,১৪১ পরিবার এবং কুতুবজোম ইউনিয়নে ৫,৫০৩ পরিবারসহ সর্বমোট ৮,৬৪৪ টি পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়
- পাথরঘাটা উপজেলা এবং মহেশখালী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেষ্ঠ্য মৎস্য কর্মকর্তা এবং সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়ন এবং কুতুবজোম ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদেরও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নে বিল্‌স এবং কুতুবজোম ইউনিয়নে কোস্ট ফাউন্ডেশন তথ্য সংগ্রহের কাজ করে

জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

- মৎস্য শ্রমিকদের পরিবার প্রধান ৮,৫০৮ জন পুরুষ এবং ১৩৬ জন নারী
- এসব পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৪২,৮৯৬
- ৭৯.৮% পরিবার একজনমাত্র উপার্জনকারীর আয়ের উপর নির্ভরশীল
- ৫৩, ১২ এবং ২ টি পরিবারে যথাক্রমে ৪ জন, ৫ জন ও ৬ জন করে উপার্জনকারী পাওয়া যায়
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নে ৬৯ জন এবং কুতুবজোম ইউনিয়নে ১৫১ জন সহ মোট ২২০ জন কিশোর মৎস্য সংক্রান্ত পেশায় নিয়োজিত
- ৯৯.২৭% পরিবারের প্রধান পেশা মৎস্য আহরণ
- এর বাইরেও কিছু পরিবার রয়েছে যাদের প্রধান আয়ের উৎস দিনমজুরি, পাইকারী ব্যবসা, শুটকী প্রক্রিয়াজাতকরণ, রিক্সা/অটোরিক্সা চালানো, জাল মেরামত, কৃষিকাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি

জেলে কার্ড পাওয়া

- জরিপভূক্ত মৎস্য শ্রমিকদের মধ্যে ৪২.৬% জেলে কার্ডধারী
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নে ৬৬.৫% এবং কুতুবজোম ইউনিয়নে ৩০.১% মৎস্য শ্রমিক জেলে কার্ডধারী
- ২০২০ সালে তালিকা হালনাগাদ করার সময় অনেক মৎস্য শ্রমিক সাগরে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকায় তাদের নাম তালিকাভূক্ত করা যায়নি
- জেলা ও উপজেলা মৎস্য অফিসের লোকবলের সংকট থাকায় তাদেরকে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকারের বিশেষতঃ ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা নিতে হয়
- স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অনেকের নাম জেলে তালিকাভূক্ত হয়ে যায়
- ব্যক্তিগত শত্রুতা ও রাজনৈতিক বিবেচনায়ও অনেক প্রকৃত মৎস্য শ্রমিকের তালিকা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়

নিষেধাজ্ঞার সময়ে মৎস্য শ্রমিকদের অবস্থা

- সমূদ্রে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় ৪৫% মৎস্য শ্রমিক দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে
- পাশাপাশি জাল বোনা/মেরামত, কৃষিকাজ, লুকিয়ে মাছ ধরা, শুটকী প্রক্রিয়াজাতকরণ, রিক্সা/অটোরিক্সা চালানো, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে সংসারের ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা করে
- ১৫% মৎস্য শ্রমিক জানায় সমূদ্রে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় তারা কোন কাজ করেনা বা করার মত কোন কাজ পায়না
- মৎস্য শ্রমিকরা বংশ পরস্পরায় মাছ ধরার কাজ করে বিধায় তাদের মধ্যে অন্য কোন কারিগরী দক্ষতা গড়ে ওঠেনি
- মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় মূলতঃ কায়িক শ্রম নির্ভর কাজেই তারা নিয়োজিত থাকে

মা ইলিশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আরোপিত মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা, ২০২১

- অক্টোবর মাসের ৪ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত ২২ দিন নিষেধাজ্ঞা
- জরীপভূক্ত মৎস্য শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৪০% সরকারী বরাদ্দকৃত চাল পেয়েছিল
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের ৫৪% এবং কুতুবজোম ইউনিয়নের মাত্র ৩২% মৎস্য শ্রমিক সরকারী এই সহায়তা পেয়েছিল
- উভয় এলাকাতেই জেলে কার্ডধারী এক তৃতীয়াংশ (৩২%) মৎস্য শ্রমিক সহায়তা বঞ্চিত ছিল
- ৯% পরিবার সরকারী সহায়তা লাভ করে যাদের কোন জেলে কার্ড নাই
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নে জেলে কার্ডধারী ৩১% মৎস্য শ্রমিক সহায়তা বঞ্চিত ছিল এবং ১৭% পরিবার সরকারী সহায়তা লাভ করে যাদের কোন জেলে কার্ড নাই
- কুতুবজোম ইউনিয়নে ২২% মৎস্য শ্রমিক সহায়তা বঞ্চিত ছিল এবং ৮% পরিবার সরকারী সহায়তা লাভ করে যাদের কোন জেলে কার্ড নাই

মা ইলিশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আরোপিত মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা, ২০২১

- ২২ দিন মা ইলিশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আরোপিত মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় ২০ কেজি চাল খাদ্য সহায়তা হিসেবে প্রতিটি মৎস্য শ্রমিক পরিবারের পাওয়ার কথা
- পাথরঘাটা সদর উপজেলার মৎস্য শ্রমিকদের ৯৫.৫% ১৬ - ২০ কেজি করে চাল সহায়তা পায়
- কুতুবজোম ইউনিয়নে ৬৫% মৎস্য শ্রমিক ৬ - ১০ কেজি চাল বরাদ্দ পায় এবং ৯.৪% ১৬ - ২০ কেজি করে চাল সহায়তা পায়

৬৫ দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা, ২০২১

- ২০২১ সালের মে মাসের ২০ তারিখ থেকে জুলাই মাসের ২৩ তারিখ পর্যন্ত ৬৫ দিন
- মৎস্য শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৪৬% সরকারী বরাদ্দকৃত চাল পেয়েছিল
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নে জেলে কার্ডধারী মৎস্য শ্রমিকদের ১৯%এবং কুতুবজোম ইউনিয়নে ১৫% কোন চাল বরাদ্দ পায়নি
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নে ১৯% এবং কুতুবজোম ইউনিয়নে ১০% মৎস্য শ্রমিক সরকারী বরাদ্দের চাল পায় যাদের কোন জেলে কার্ড নাই
- ৬৫ দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় দুই দফায় ৮৬ কেজি (প্রথম দফায় ৫৬ কেজি এবং দ্বিতীয় দফায় ৩০ কেজি) চাল খাদ্য সহায়তা হিসেবে পাওয়ার কথা
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নে ৫৮.১% মৎস্য শ্রমিক ৫১ - ৬০ কেজি এবং ৩১.৩% ৪১ - ৫০ কেজি চাল পায়
- কুতুবজোম ইউনিয়নের ৪৬% মৎস্য শ্রমিক ৪১ - ৫০ কেজি, ১৯.৯% ৫১ - ৬০ কেজি, ১২% ১১ - ২০ কেজি এবং ১১% ২১ - ৩০ কেজি চাল পায়

জাটকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইলিশ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা, ২০২২

- ফেব্রুয়ারী - মে মাসে দেশের কিছু কিছু স্থানে জাটকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইলিশ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়ন এই নিয়েধাজ্ঞার আওতায় পড়ে
- ৭৭% মৎস্য শ্রমিক সরকারী চাল সহায়তা পায়
- ১৯% মৎস্য শ্রমিক সরকারী বরাদ্দের চাল পায় যাদের কোন জেলে কার্ড নাই
- জাটকা সংরক্ষণের জন্য মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় চার দফায় ৪০ কেজি করে ১৬০ কেজি অথবা দুই দফায় ৮০ কেজি করে ১৬০ কেজি চাল পাওয়ার কথা
- ৮৮.৮% মৎস্য শ্রমিক ৭১ - ৮০ কেজি এবং ৯.২% ৬১ - ৭০ কেজি চাল পায়

মাছ ধরার বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার সময় মৎস্য শ্রমিকদের অবস্থা

- সরকারের বরাদ্দকৃত চাল সঠিক পরিমানে পায়না, প্রদত্ত খাদ্য সহায়তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না
- তিন চতূর্থাংশ (৭৫%) মৎস্য শ্রমিক মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় আর্থিক সংকটে দিনযাপণ করে
- পাথরঘাটায় ৬৬% এবং কুতুবজোমে ৮১% মৎস্য শ্রমিক আর্থিক সংকটে পড়ে
- আর্থিক সংকট মোকাবেলায় ৫২.৯% মৎস্য শ্রমিক উচ্চ সুদে এবং ৩৯.২% বিনা সুদে টাকা ঋণ নিতে বাধ্য হয়
- অর্থাৎ ৯২.১% মৎস্য শ্রমিকই ঋণের মাধ্যমে এই সংকট মোকাবেলা করতে বাধ্য হয়
- পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের ৭৯.১% মৎস্য শ্রমিক উচ্চ সুদে এবং ১৮.১% বিনা সুদে ঋণ করতে বাধ্য হয়
- কুতুবজোমের ৪০% মৎস্য শ্রমিক উচ্চ সুদে এবং ৪৯.২ % বিনা সুদে ঋণ করতে বাধ্য হয়, ৬.২% জমানো টাকা থেকে ব্যয় করে

সুপারিশমালা

- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকৃত “জেলে” নির্ধারণের জন্য যথাযথ সংজ্ঞায়ন
- দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে একটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভূল জেলে তালিকা প্রণয়ন
- দুই বছর অন্তর অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করা
- প্রকৃত মৎস্য শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান
- মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় প্রতিটি মৎস্য শ্রমিকের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্য সহায়তা সঠিকভাবে প্রদান নিশ্চিতকরণ
- খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি দৈনন্দিন নানা ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান
- মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে আর্থিক সংকট মোকাবিলায় মৎস্য শ্রমিকদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে টেকসই বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- জরুরী প্রয়োজনে মৎস্য শ্রমিকদের জন্য সহজ শর্তে ও নামমাত্র সুদে ঋণের বন্দবস্ত করা

ধন্যবাদ